দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

পার্বত্য এলাকার ৩টি সরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট

পার্বত্য এলাকার তিনটি সরকারী কলেজে অভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। কলেজ তিনটিতে শিক্ষকের অভাব লাগিয়াই রহিয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রামগড় : পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চাৎপদ জনগণের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান রামগড় সরকারী ডিগ্রী কলেজটি বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত। স্নাতক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু না হওয়াতে এইচ,এস,সি বিজ্ঞান বিভাগ পাস করার পর অধিকাংশ গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর বাহিরে অধ্যয়নের সামর্থ্য না থাকায় বাধ্য হইয়া এই কলেজেই স্নাতক কলা বিভাগে ভর্তি হইতে হয়। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের বহু উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। উক্ত কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য দুইটি তিন-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

পার্বত্য এলাকার

(৩য় পৃঃ পর)

তলা বিশিষ্ট বিজ্ঞানাগার, শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিএসসি ক্লাস চালু করিতেছেন না।

বর্তমানে রামগড় সরকারী কলেজে বিবিধ সমস্যা বিরাজ করিতেছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারীর অভাব রহিয়াছে। সরকারী বিধি-বিধান মতে, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার নিয়ম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর নীরবতা পালন করিতেছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি শূন্য থাকায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইংরেজী ও দর্শন বিভাগে মাত্র একজন করিয়া শিক্ষক আছেন। বিজ্ঞানাগার সহকারীর ৩টি পদের মধ্যে ২টি পদই খালি। ইহাছাড়া কম্পিউটার, ক্রীড়া শিক্ষকসহ কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞানের প্রদর্শক, লাইব্রেরীয়ান, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, অফিস সুপার, একাউন্টেন্ট ও ক্যাশিয়ার পদ সমূহ শূন্য রহিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ৬টি পদের মধ্যে ৪টি পদ এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর ১৫টি পদের ৮টি পদ শুন্য রহিয়াছে। ফলে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিতেছে। কলেজের আবাসিক সমস্যা সবচাইতে নির্মম। অধ্যক্ষের আবাসিকসহ শিক্ষকদের ডরমেটরি ও অন্যান্য কর্মচারীদের কোন আবাসিক ভবন নাই। ছাত্রাবাস নাই। নামসর্বস্ব ৪ কক্ষ বিশিষ্ট মাত্র ১৬জন ছাত্র ধারণ ক্ষমতার একটি ছোট ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রীদের জন্য পৃথক কোন আবাসিক হলের ব্যবস্থা নাই। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের দূর দূরান্ত এলাকা হইতে অধ্যয়নরতা ছাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা নাই।

কলেজের বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকায় সমগ্র ক্যাম্পাসে বাহিরের ঝামেলা নীরবে সহ্য করিতে হয়। কলেজ অভ্যন্তরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পাকা রাস্তার ব্যবস্থা নাই। বর্ষা-মৌসুমে রাস্তা কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে। কলেজের মাঠটি সংস্কার করা হয় নাই। পাহাড়ী লাল মাটি বিধায় ঘাস সৃষ্টি হয় নাই। উন্নত ঘাসের বীজ ছিটাইয়া ব্যবহারযোগ্য মাঠে পরিণত করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দাবী করে।

ব্যবস্থা খুবই সীমিত। কলেজের টয়লেটগুলি থাকে প্রায় সময় ব্যবহার অনুপযোগী। বাসচালক নিয়োগ ও জ্বালানী খরচ সংক্রান্ত সরকারী বরাদ্দ অনুমোদন না পাওয়া তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অনুদানপ্রাপ্ত একটি বাস তালাবদ্ধ গ্যারেজ পড়িয়া থাকায় বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রবাসও নাই। প্রাচীন ও সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর রামগড়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষানুরাগীদের বিশেষ উদ্যোগে ১৯৮০ সনের শেষদিকে রামগড় সরকারী ডিগ্রী কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়। কিন্তু কলেজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। এই কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারী স্বল্পতা প্রকট। প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগীয় শিক্ষকের অভাবে বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিএসসি ক্লাস চালু করা সম্ভব হইতেছে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এর পদ সৃষ্টির কথা থাকলেও তাহা এখনও করা হয় নাই। ভাইস প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্টি করা হইলেও এখনও এই পদ শূন্য পড়িয়া আছে। কম্পিউটার ও ক্রীড়া বিষয়ক কোন শিক্ষক নাই। জীববিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের কোন প্রদর্শক নাই। বিজ্ঞানাগার সহকারীর দুইটি পদও দীর্ঘদিন শূন্য। প্রায় বিভাগে ১অথবা ২জন করিয়া শিক্ষক কর্মরত আছেন। যদিও প্রতি বিভাগে থাকার কথা ৪ জন করিয়া। কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই ও লাইব্রেরীয়ান নাই। সহকারী লাইব্রেরীয়ানসহ অফিস সুপার হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার ও টাইপিষ্ট ইত্যাদি পদ দীর্ঘদিন শূন্য পড়িয়া থাকায় দাপ্তরিক কাজ-কর্মে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, প্রভাষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে কলেজের পুরানো ভবনের দরজা-জানালায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক সদ্য নির্মিত কলেজ একাডেমিক ভবনের একাধিক স্থানে ফাটল ধরায় তাহা লইয়া কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়িয়াছে। কলেজ প্রাঙ্গণের আভ্যন্তরীণ রাস্তায় ইট বিছানো জরুরী। শৌচাগার উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কলেজে পানির সংকট তীব্র। সীমানা প্রাচীর না থাকায় কলেজ প্রাঙ্গণের পরিবেশ বিনষ্ট হইতেছে।

রামগড় সরকারী ডিগ্রী কলেজের স্নাতক শ্রেণীর পৃথক কোন ভবন নির্মিত হয় নাই। লাইব্রেরী ছাত্র ও ছাত্রীদের মিলনায়তন এবং শিক্ষক মিলনায়তনের পৃথক পৃথক কোন ভবন নির্মিত হয় নাই।

কলেজ কাম্পাসে কোন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা নাই। ফলে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্থ ছাত্র-ছাত্রীগণ জলযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। নামসর্বস্ব ছোট একটি পুকুর যাহা বর্ষা মৌসুমে ঘোলা পানি এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি শূন্য অবস্থায় পরিণত হয় এই পুকুরটি সংস্কার ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন।

খাগড়াছড়ি : জেলা সদরস্থ খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় জেলার উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা দানা বাঁধিতেছে। শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ শিক্ষা ভবন সঙ্কটসহ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক নানাবিধ সুযোগ সুবিধা কলেজে অনুপস্থিত থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই কলেজে বরাবরই শিক্ষক সংকট লাগিয়া থাকে।

চলতি আগষ্ট মাসের শুরুতে ১০ জন শিক্ষক পোষ্টিং দেওয়া হইলেও সমাজতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি শরীরচর্চা ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শক পদে শুন্যতার কারনে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হইতেছে। কলেজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি পেনশনে যাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিও শুন্য হইয়া পড়িয়াছে। কলেজের শিক্ষকদের জন্য আবাসিক সুবিধা না হওয়ায় ঘন ঘন শিক্ষকদের স উদ্যোগে বদলীর প্রেক্ষিতে শিক্ষক সংকট লাগিয়া থাকে বলিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিমত। কলেজ সরকারীকরনের ১৫ বছর পরেও কলেজের সীমানা প্রাচীর নির্মিত না হওয়ায় কলেজ প্রাঙ্গণে অবাঞ্চিত লোকজনের পদচারণা ও গরু-ছাগলের অবাধ বিচরণে কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হইতেছে। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। কলেজ প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পরেও একটি খেলার মাঠ নাই। কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই ও লাইব্রেরীয়ান নাই। কলেজে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমে বিনোদনের